সুচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান..৫

বইটির নেপথ্যে কিছু কথা ৯

উল্টো যাত্রা..১৪

এলজিবিটি ইতিহাস: বার্লিন থেকে ব্র্যাক ৩০

আলফ্রেড কিনসি: যৌন বিপ্লবের জনক.......................................৪২

প্রফেসর জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনকের ভয়ংকর এক্সপেরিমেন্ট ৪৯

প্রফেসর ইভলিন হুকারের ত্রুটিপূর্ণ গবেষণা: সমকামিতা কোনো অসুস্থতা নয় ৫৫

'গে জিন' অস্তিত্বের ভিত্তিহীন দাবী: সাইমন লেভ ৫৭

কুইয়ার থিউরি: মিশেল ফুকো এবং জুডিথ বাটলার ৬০

নারীবাদ, যৌন বিপ্লব এবং এলজিবিটি মুভমেন্ট এক সূত্রে গাঁথা ৬৩

সমকামী আচরণ কি অধিকারের বিষয়..৭০

অপরাধ থেকে অধিকার: সমকামিতার আইনি রূপান্তর ৮২

এলজিবিটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন...৮৬

সেক্স: বাইনারি নাকি লিঙ্গ-বৈচিত্র্য ৯৪

সমকামী হওয়া কি জন্মগত বিষয়? ১০১

শব্দ বিভ্রাট—হিজড়া, লিঙ্গ প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ ১১৩

ইন্টারসেক্স (জন্মগত হিজড়া) ১২৮

সমকামী আন্দোলনের বৈপ্লবিক উত্থান: ট্রান্সজেন্ডারবাদ ১৪১

সমকামিতা প্রতিষ্ঠার কৌশল: গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রভাব বিস্তার ..১৫৯

এলজিবিটি অর্থায়ন এবং নেপথ্যের কারণ ১৭৪

সমকামিতা বিশ্বায়নে জাতিসংঘ ১৯২

সমাজ-বিধ্বংসী জেনেও সমকামিতাকে এত সমর্থন কেন.................২১৪

সমকামিতার 'ব্র্যাক মডেল' ২২৭

প্রথম ধাপ (১৯৯৬-২০০৬)..২৪৮

তৃতীয় ধাপ (২০০৮-২০১৫)...২৮০

চতুর্থ ধাপ (২০১৭- বর্তমান [২০২৫]) ২৯৫

বাংলাদেশের মিডিয়া এবং ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটি প্রকল্প ৩২৭

ব্র্যাকের সমকামিতা বান্ধব যৌনশিক্ষা মিশন ৩৪৮

যৌনশিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের অনীহা: ব্র্যাকের বিকল্প পদ্ধতি............৩৮৬

যৌনশিক্ষার সংস্কৃতি গড়তে ব্র্যাকের অন্যান্য কার্যক্রম ৩৮৬

বইটির নেপথ্যে কিছু কথা

আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছিলাম। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল—একটা অশুভ সংকেত। বললাম ক্লাস শেষে আসবো, কিন্তু অন্য পাশ থেকে জানানো হলো, এটা খুব জরুরি, এখনই আসতে হবে। অজানা শঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে তেজগাঁর দিকে রওনা হলাম। মনের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন ঘুরছিল—কেন এই জরুরি মিটিং? কী অপেক্ষা করছে? আমি কি আর ক্লাসে ফিরতে পারবো? প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল চরম উৎকণ্ঠায়।

স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে এক সেমিনারে বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেখানে ব্র্যাকের তৎকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে শেষ মুহূর্তে স্পিকার হিসেবে যুক্ত করি এবং নিজের জন্য নির্ধারিত সময় সংক্ষিপ্ত করি যাতে সে বক্তব্য দিতে পারে। আমার বক্তব্যের পর, আসিফ মাহতাব ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক শরীফার গল্পের পাতা ছিঁড়ে অভিনব প্রতিবাদ জানায়।

সেই সেমিনার থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ফেসবুকে সেই অনুষ্ঠানের লাইভ স্ট্রিম করা ভিডিওটি আসিফকে শেয়ার করেছিলাম, যেখান থেকে সে নিজের অংশটুকু আপলোড করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেই ক্লিপ ভাইরাল হয়ে যায়! আমার বক্তব্যও ভাইরাল হয়। রাত ১২টার দিকে ঘুমাতে যাচ্ছি, তখনই আসিফ মাহতাব ফোন করে জানালো, তাকে ক্লাস নিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর সবকিছু ইতিহাস হয়ে গেল।

সমকামিতা ইস্যুতে বাংলাদেশের মতো শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম দেশের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করল—একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ব্র্যাকের শিক্ষার্থীরা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে, যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা ঘটে শনিবারে। পরের দিন রবিবার (২২ জানুয়ারি, ২০২৪) আমার ওপর খড়গ্ নেমে আসে।

ক্লাস থেকে সরাসরি ট্রাস্টি বোর্ড প্রধানের অফিসে পৌঁছালাম। তাঁর চোখে-মুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

পক্ষ থেকে আমাকে জঙ্গি যোগসাজশের অভিযোগ করা হলো। জানানো হলো, সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব (পরে জানতে পারলাম তিনি শিক্ষামন্ত্রী) আমাকে চাকরিচ্যুত করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কথা বলছিলেন এবং একটি কাগজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সম্ভবত এটি আমার টার্মিনেশন লেটার ছিল, এবং তিন মাসের বেতন নিয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো। বিস্মিত ও হতভম্ব হলেও, আমার মনে এক ধরনের সাহস অনুভূত হচ্ছিল।

আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, প্রতিবাদে বললাম। আমার চেষ্টা ছিল আপনাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ড প্রধানের চেহারায় ছিল অসহায়ত্বের ছায়া।

তিনি আমাকে সাহস দিতে সক্রেটিসের কাহিনি শুনালেন এবং তাঁর অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন। প্রাচীন গ্রীসের সেই দার্শনিক, যাকে সত্য বলার জন্য হেমলক বিষ পানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সত্য এবং ন্যায়ের জন্য সক্রেটিস জীবন দিয়েছিলেন, যদিও সবাই জানত তিনি নির্দোষ। এই গল্প শুনিয়ে তিনি আমাকে মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

আমি কখনোই পদত্যাগ করবো না, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। বরখাস্ত করতে পারেন, কিন্তু আমি কোনো অন্যায় করিনি। সক্রেটিস যেমন নিজের বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তেমনই আমার ক্যারিয়ার শেষ হলেও, এমনকি জেলে যেতে হলেও, আমাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাবো। এটি শুধু আমার একার লড়াই নয়; এটি মূল্যবোধ রক্ষার্থে প্রত্যেক মানুষের লড়াই।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'ইতিহাসে লিখিত আছে যে সক্রেটিসের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছিল। সেই ইতিহাস থেকে আপনারা কি কোনো শিক্ষা নেবেন না?' তারাও অবশেষে কিছুটা আবেগতাড়িত হলেন। জঙ্গি-সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে আমি দুই সপ্তাহ সময় চেয়েছিলাম, কিন্তু আবেগের কাছে নতি স্বীকার করে তারা আমাকে এক সপ্তাহের সময় দিলেন। পরবর্তীতে ডিজিএফআই-এর এক কর্মকর্তা আইইউবি কর্তৃপক্ষকে জঙ্গি বিষয়ে ক্লিন সার্টিফিকেট প্রদান করেন। আইইউবির শিক্ষার্থীরাও প্রথমবারের মতো কোনো শিক্ষকের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

এই ঘটনার প্রায় দেড় বছর আগে বাংলাদেশে LGBTQ+-এর শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ঘটনাক্রমে অবগত হই। বিষয়টি শুরু হয় একটি ফেসবুক

পোস্টকে কেন্দ্র করে (২০২২ সালের ২৭ আগস্ট)। সায়েন্টিফিক জার্নালে জমা দেওয়া একটি রিসার্চ ম্যানুস্ক্রিপ্টের স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে দেখি, আমাকে তাদের সাইটে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। LGBTQ পরিচয় নিয়ে জার্নালের পরিচালিত সমীক্ষায় অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক; অংশ না নিলে সাইটে প্রবেশাধিকার নেই। এইভাবে সমীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্য করা এক ধরনের অনৈতিক আচরণ। জার্নালের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে ফেসবুকে পোস্টটি শেয়ার করি এবং লক্ষ্য করলাম, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এরপর বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একের পর এক আক্রমণ আসতে থাকে, যা আমাকে রীতিমতো বিস্মিত করে। এরপর অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ সহযোগী প্রফেসর টনি ওকলির একটি ইমেল দেখতে পাই, যেখানে ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং-এর এইচআর আমাকে নিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠী ধারণা করেছিল যে, আমি অস্ট্রেলিয়ায় ফুল-টাইম চাকরি করি, তাই তারা আমাকে চাকরিচ্যুত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। বলে রাখা ভালো, ইউনিভার্সিটি অব ওলংগং-এ আমার পজিশন অনারারি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে। বাংলাদেশী সমকামী গোষ্ঠী এতটাই বেপরোয়া ছিল যে, তারা অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমার বিষয়ে চাপে ফেলা যায়।

পশ্চিমা যৌনবিকৃতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় পড়লে আগে হাসি পেত, মনে হতো তারা পাগলের মতো কথা বলছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরে মাছের সেক্স চেঞ্জ বা লিঙ্গ রূপান্তর নিয়ে আমার পিএইচডি প্রজেক্ট ছিল, যেখানে মলিকিউলার ও হরমোনগত বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। জেব্রাফিশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জন্মের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সব মাছই মেয়ে হিসেবে বড় হয়। কয়েক সপ্তাহ পর প্রায় ৫০ ভাগ লার্ভা মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়। আণবিক পর্যায়ে কিভাবে মেয়ে থেকে ছেলেতে রূপান্তরিত হয়, তা-ই ছিল মূলত আমার গবেষণার বিষয়বস্তু।

২০১২ সালে দেশে ফিরে জনস্বাস্থ্য (যেমন- থ্যালাসেমিয়া, ডেঙ্গু, শিশুদের স্থূলতা এবং কোভিড) নিয়ে গবেষণায় মনোযোগ দিই। বাংলাদেশের সমকামী সমর্থক গোষ্ঠীর আক্রমণের পর এলজিবিটি বিষয়ে জানার আগ্রহ তৈরি হয় এবং তখন থেকেই এ বিষয়ে জানার জন্য দিন-রাত পড়াশোনা শুরু করি। লিঙ্গ রূপান্তর এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতার কারণে LGBTQ+ কার্যক্রম বুঝতে সহজ হয়েছে।

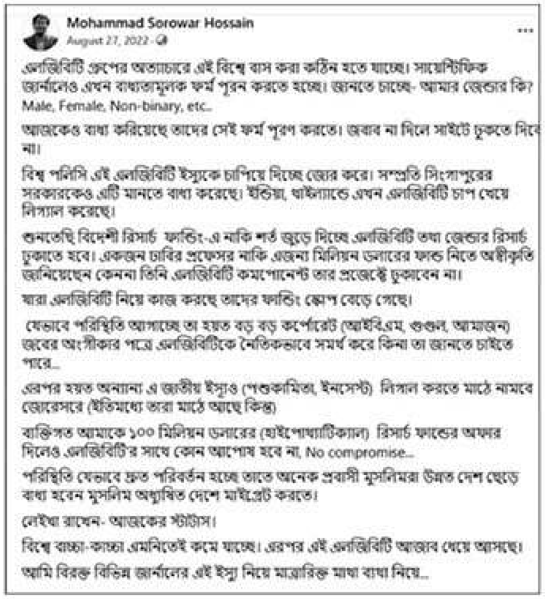
Mohammad Sorowar Hossain
August 27, 2022 ·

এলজিবিটি গ্রুপের অত্যাচারে এই বিশ্বে বাস করা কঠিন হতে যাচ্ছে। সায়েন্টিফিক জার্নালেও এখন বাধ্যতামূলক ফর্ম পূরন করতে হচ্ছে। জানতে চাচ্ছে- আমার জেন্ডার কি? Male, Female, Non-binary, etc...

আজকেও বাধ্য করিয়েছে তাদের সেই ফর্ম পূরণ করতে। জবাব না দিলে সাইটে ঢুকতে দিবে না।

বিশ্ব পলিসি এই এলজিবিটি ইস্যুকে চাপিয়ে দিচ্ছে জোর করে। সম্প্রতি সিংগাপুরের সরকারকেও এটি মানতে বাধ্য করেছে। ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ডে এখন এলজিবিটি চাপ খেয়ে লিগ্যাল করেছে।

শুনতেছি বিদেশী রিসার্চ ফান্ডিং-এ নাকি শর্ত জুড়ে দিচ্ছে এলজিবিটি তথা জেন্ডার রিসার্চ ঢুকাতে হবে। একজন ঢাবির প্রফেসর নাকি এজন্য মিলিয়ন ডলারের ফান্ড নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন কেননা তিনি এলজিবিটি কমপোনেন্ট তার প্রজেক্টে ঢুকাবেন না।

যারা এলজিবিটি নিয়ে কাজ করছে তাদের ফান্ডিং স্কোপ বেড়ে গেছে।

যেভাবে পরিস্থিতি আগাচ্ছে তা হয়ত বড় বড় কর্পোরেট (আইবিএম, গুগল, আমাজন) জবের অংগীকার পত্রে এলজিবিটিকে নৈতিকভাবে সমর্থ করে কিনা তা জানতে চাইতে পারে...

এরপর হয়ত অন্যান্য এ জাতীয় ইস্যুও (পশুকামিতা, ইনসেস্ট) লিগাল করতে মাঠে নামবে জোরেসরে (ইতিমধ্যে তারা মাঠে আছে কিন্তু)

ব্যক্তিগত আমাকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের (হাইপোথ্যাটিক্যাল) রিসার্চ ফান্ডের অফার দিলেও এলজিবিটি'র সাথে কোন আপোষ হবে না, No compromise...

পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তাতে অনেক প্রবাসী মুসলিমরা উন্নত দেশ ছেড়ে বাধ্য হবেন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে মাইগ্রেট করতে।

লেইখা রাখেন- আজকের স্টাটাস।

বিশ্বে বাচ্চা-কাচ্চা এমনিতেই কমে যাচ্ছে। এরপর এই এলজিবিটি আজাব ধেয়ে আসছে।

আমি বিরক্ত বিভিন্ন জার্নালের এই ইস্যু নিয়ে মাত্রারিক্ত মাথা ব্যথা নিয়ে...

আমাদের সন্তান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে দেশের নীতি-নির্ধারক, কমিউনিটি লিডার এবং সাধারণ জনগণকে সচেতন করতেই বই লেখার মতো শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। বইটি নিয়ে কাজের শুরুতেই কিছু প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে, এবং সেগুলোর উত্তর বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রশ্ন হলো:

* পশ্চিমা যৌনবিকৃতি এলজিবিটির সামাজিকীকরণ কীভাবে এবং কতটুকু বিস্তৃত হয়েছে?

* সমকামিতা তথা এলজিবিটি কীভাবে এবং কেন বৈশ্বিক এজেন্ডায় পরিণত হলো?

* একটি সমকামিতা-বান্ধব বিশ্ব গড়তে কারা বুদ্ধি, পরামর্শ, অর্থায়ন এবং সহযোগিতা করছে?

* পরিবার ও সমাজবিরোধী এবং স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকর জেনেও সমকামিতাবাদ কেন সমর্থন করা হচ্ছে?

* বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের শুরু কবে থেকে, কারা এটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এ আন্দোলন কতটুকু সফল?

* নারীর ক্ষমতায়নের মোড়কে ব্র্যাক কিভাবে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে সমকামী

অধিকার নিয়ে কাজ করছে?

* বাংলাদেশে এলজিবিটি অধিকার গোষ্ঠীর, শক্তি ও দুর্বলতাগুলো কী কী?

এই বইটি প্রস্তুত করতে অগণিত রেফারেন্স ঘাটতে হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে প্রকাশিত জার্নাল আর্টিকেলগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের প্রমাণগুলো তাদের প্রকাশিত সায়েন্টিফিক আর্টিকেল, মনোগ্রাফ, এবং বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ভিত্তিক শরীফার ইস্যুটি ভাইরাল হওয়ার কারণে এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি হয়। এই ঘটনার পর বন্ধু সোশ্যাল এনজিও (যা ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং সমকামিতা কেন্দ্রিক কাজ করে) তাদের ওয়েবসাইট নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এবং এখনো সেই অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এলজিবিটি সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ভিডিও তাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলে।

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ভিডিও ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পাঠকরা পিডিএফ কপি এবং ইউটিউব লিংকগুলো বইয়ের পরিশেষে দেওয়া QR কোড স্মার্টফোনের মাধ্যমে স্ক্যান করে গুগল ড্রাইভের লিংক থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রয়োজনীয় ভিডিওগুলোর QR কোড প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বইটি জুড়ে রেফারেন্স হিসেবে যুক্ত স্ক্রিনশট এবং প্রতিবেদনের শিরোনাম (বাংলা এবং ইংরেজি) থেকেও গুগল সার্চ করে রেফারেন্স বের করা যাবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে চ্যাটজিপিটি এবং গুগল সার্চের মাধ্যমে আরও বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকে।

সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইতে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

উল্টো যাত্রা

ব্রিটেনের সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, *'কেউ চাইলেও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না,'* এবং *'পুরুষ পুরুষই, নারী নারীই'*—এই মন্তব্য নিয়ে বিশ্বে আলোড়ন তৈরী হয়। আমেরিকার আইন প্রণেতাদের সংসদের আলোচনা—'পুরুষরা কি গর্ভবতী হতে পারে?' বিশ্বের প্রভাবশালী পত্রিকা গার্ডিয়ান শিরোনাম ছাপে—*'যে বাবা সন্তান জন্ম দিয়েছেন: 'গর্ভধারণ করায় আমার ট্রান্স পুরুষ পরিচয় পরিবর্তিত হয় না'* ('The dad who gave birth: 'Being pregnant doesn't change me being a trans man')। অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করে—"গর্ভবতী পুরুষ: নতুন পরিসংখ্যানে অস্ট্রেলিয়ার পুরুষরা ৫৪টি শিশু জন্ম দিয়েছেন (Pregnant men: New statistics reveal men have given birth to 54 babies in Australia)!

ব্রিটেনের এক ট্রান্সজেন্ডার নারী Channel 4-এর লাইভ অনুষ্ঠানে হঠাৎ বিবস্ত্র হয়ে পুরুষাঙ্গ দিয়ে গিটার বাজানো শুরু করে ('Moment transgender singer strips NAKED live on Channel 4 and plays the keyboard with her PENIS')! পুরুষাঙ্গওয়ালা মানুষ এখন আইনত নারী! এই বিষয়গুলো এখন গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

পুরুষাঙ্গওয়ালা এক ট্রান্সজেন্ডার নারীর ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। স্কুলের পাঠ্যক্রমে LGBTQ+ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে কানাডার মতো লিবারেল দেশে লক্ষ লক্ষ (মিলিয়ন মার্চ) পিতামাতা রাস্তায় নেমে আসেন (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩)। ২০২৪ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠে। তুরস্কের নির্বাচনে (২০২৩) বিজয়ী হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত বিজয়ী বক্তব্যে এরদোগান বলেন, 'এই বিজয় LGBTQ+ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়।'

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে এলজিবিটির

বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন; সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে এলজিবিটিকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। চীনের অবস্থানও একই; এলজিবিটি গোষ্ঠীর প্রাইড মাসে রঙধনু পতাকা বহনের অপরাধে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো এলজিবিটির বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। উগান্ডার মতো দেশ পশ্চিমা ভিসা নিষেধাজ্ঞা, বিশ্বব্যাংকের ঋণ স্থগিত করার মতো অর্থনৈতিক ব্যাপারকেও উপেক্ষা করেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শে বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। জেন্ডার আইডেন্টিটি ইতালির নির্বাচনে সরকারের পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি হাঙ্গেরী ট্রান্সজেন্ডারদের লিগালাইজেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে।

এসব ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায় যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি এজেন্ডা। গত ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল; এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে একাডেমিশিয়ান, ক্লিনিসিয়ান, রিসার্চার যারা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছেন তাদেরকে চাকুরিচ্যুতিসহ হুমকি-দামকি দেয়া হয়েছে। এমনকি কানাডায় সন্তানের পিতা এবং স্কুলের শিক্ষককেও (আয়ারল্যান্ড) গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে।

ইংল্যান্ডে লিঙ্গ সংশয়ে (জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া) ভোগা শিশু-কিশোরদের চিকিৎসার জন্য লম্বা লাইন। জেন্ডার ক্লিনিকে প্রথমবারের মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পাঁচ বছর বা তারও বেশি; যেখানে সর্বোচ্চ অপেক্ষমান থাকার কথা ছিল মাত্র ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত১। ২০২৩ সাল জুড়ে এই অপেক্ষার সময় আরও বেড়েছে। এনএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর ২০২৩-এ প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসা রোগীদের গড়ে ৭ বছর ৩ মাস আগে রেফার করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের শেষ দিকে, ইংল্যান্ডে প্রায় ৩১,০০০ ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি প্রথম বারের মতো অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষমান তালিকায় ছিলেন। গত পাঁচ বছরে ব্রিটেনে জেন্ডার সেবায় বিনিয়োগ প্রায় ১৩০% বৃদ্ধি করা হয় এবং জেন্ডার ক্লিনিকের সংখ্যা সাতটি থেকে বাড়িয়ে বারোটি করা হয়[১]।

ইংল্যান্ডের ট্যাভিস্টক এবং পোর্টম্যান এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুসারে, ১০ বছর আগে এখানে ২৫০ টির কম রেফারেল কেইস আসত, যারা নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে মানসিক

চাপে (জেন্ডার ডিসফোরিয়া, এটা অসুস্থতা বলে স্বীকার করা হয় না) ভুগছে এবং এদের বেশিরভাগই ছেলে। কিন্তু ২০২১ সালে বিস্ময়করভাবে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০০০ এর বেশী কেইস, যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। সবচেয়ে শংকার বিষয় হচ্ছে, এদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মেয়ে, যারা তাদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান[২]। গত এক দশকেরও কম সময়ে ছেলেদের রেফারেল কেইস বেড়ে হয়েছে ১৪৬০%, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে ৫৩৩৭% [৩]। ইদানীং কম-বয়সী মেয়েদের মধ্যে এই বৃদ্ধি প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রিটেনের Z Generation-এর ৪০ শতাংশ নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান বা বিশ্বাসী নন। আরো ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, এই প্রজন্মের মাত্র ৫৩ শতাংশ নিজেদের প্রচলিত নারী-পুরুষ মনে করে[৪]।

২০২৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনজি জেনারেশনের (১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ২৮% নিজেদেরকে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার অথবা কুইয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে[৫]। গবেষকরা ১৩ থেকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী ৬,৬০০ জনের বেশি মানুষের জরিপ করেন, যেখানে ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেনজি প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোরদের ওপর অতিরিক্ত নমুনা নেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রায় ১৬% মিলেনিয়াল এবং ৭% বেবি বুমার LGBTQ+ হিসেবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে।

ফার্মাসিউটিক্যাল ও টেক জায়ান্টদের ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম নিয়ে এত বেশী উদ্বিগ্ন হওয়ার ঘটনা হতবাক করে। জনসন অ্যান্ড জনসনের স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এবং বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর মধ্যে জ্যানসেন থেরাপিউটিকস, ভিভ, ফাইজার, অ্যাবট ল্যাবরেটরিজ, ব্রিস্টল-মায়ার্স স্কুইব এবং বোয়েরিঙ্গার ইনগেলহাইম এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। পাশাপাশি গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, ইন্টেল, ডেল এবং আইবিএম-এর মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোও এতে সমর্থন দিচ্ছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অ্যাপল, মাইক্রোসফট, গুগল, আইবিএম, ইয়েল্প, পেপ্যাল এবং আরও ৫৩টি প্রযুক্তি কোম্পানি ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম ইস্যুতে আইনি নথিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ জানায়, যাতে স্কুলগুলোতে বায়োলজিক্যাল সেক্স অনুযায়ী পৃথক সুবিধা রাখার নিয়ম নিষিদ্ধ করা হয়।[৬]

ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণ

অসচেতন মানুষের কাছে মনে হতে পারে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও এলজিবিটি নিয়ে এত উদ্বেগের কারণ কী? প্রকৃতিতে যেমন বৈচিত্র্যতা রয়েছে, সমাজেও এমন কিছু মানুষ থাকতে পারে—এটা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া তাদের সংখ্যা-ই বা কত? বাউল সম্প্রদায় বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মতো তারাও সমাজে থাকতে পারে। তারা তো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। তারা তাদের মতো থাকুক, আমরা আমাদের মতো থাকি—নো প্রবলেম! মাত্র কয়েক বছর আগেও আমেরিকার সমাজে এমন ধারণা প্রোথিত ছিল। অনেকে তাদের মূল লক্ষ্য অনুধাবন না করেই নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে।

এলজিবিটি পরিচয়ধারী মানুষের সংখ্যা অনেক কম হলেও (সারা বিশ্বে সম্ভবত ১% এর মতো হতে পারে) তারা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়ে তুলছে 'মানবাধিকার', 'ইনক্লুসিভনেস', 'ডাইভার্সিটি' এবং 'ইক্যুয়ালিটি'-এর মোড়কে। এলজিবিটি মুভমেন্টের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমলিঙ্গের বিবাহের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা, যদিও সমকামীদের ৯০% বিবাহ করে না। এখানে বিয়ে মুখ্য বিষয় নয়; এটি তাদের সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার ব্যাপার; কোন নৈতিক ইস্যুতে সংখ্যা বিবেচন্য নয়।

লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষার মাধ্যমে এলজিবিটি সামাজিকীকরণ

LGBTQ+ সামাজিকীকরণে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। 'লিঙ্গ সমতা' প্রতিষ্ঠার নামে নারী ও পুরুষের জন্মগত পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে একটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ তথা সমকামিতা-বান্ধব বিশ্ব গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্যে অভিধানে নারী ও পুরুষের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে একাডেমিক জার্নাল, পাঠ্যপুস্তক, মেডিকেল অনুষদ এবং মিডিয়ায় জন্মগত ছেলে-মেয়ের পরিচিতির বদলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে, যা জৈবিক সেক্সের স্বীকৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণকে সমর্থন করে New England Journal of Medicine প্রস্তাব করেছে যে, জন্ম সনদে লিঙ্গ পরিচয়ের বদলে জেন্ডার পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

'লেডিস এবং জেন্টেলম্যান' বা 'বয়েজ" এবং গার্লস' শব্দের জায়গায় এখন

ব্যবহার করা হচ্ছে 'Hello everyone' বা 'Hi folks'-এর মতো সম্বোধন। নতুন নতুন লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দও প্রচলন করা হচ্ছে—যেমন, 'Birthing people' (mother), 'People with vaginas' (female), 'People with testes' (male), 'Breastfeeding' (Chestfeeding), 'Pibling' (Aunt/Uncle) এবং 'Nibling' (Nephew/Niece)।

মেডিকেল সেক্টরে লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাষা চিকিৎসকদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে (নীচের টেবিল দেখুন)[৭]।

Sexed terms	Replacement desexed terms
Birthing women	Birth givers, birth persons, birthers, birthing bodies, birthing families, birthing parents, birthing people, laborers
Breastfeeding	Body feeding, breastfeeding/chestfeeding, chestfeeding, feeding from the body, human milk feeding, lactating
Breastfeeding mothers	Breastfeeders, breastfeeding families, breastfeeding parents, chestfeeding parents, lactating families, lactating individuals, lactating parents, lactators
Breasts	Chest tissue, chests, glands, lactating tissue, mammary glands, mammary tissue
Breastmilk	Chest milk, human milk, parents' milk
Female	Woman (to mean anyone with the gender identity of woman irrespective of their sex)
Maternal	Parental
Maternity care	Perinatal care
Mother-infant dyad	Dyad, lactating dyad, parent-infant dyad
Mother-to-mother	Parent-to-parent, peer-to-peer
Mothers	Birthers, birthing parents, caregivers, families, gestational parents, parents, postnatal people, postpartum individuals
Non-pregnant women	Non-pregnant people, non-pregnant persons
Pregnant women	Birth givers, childbearing person, expectant parents, expectant persons, gestational carriers, gestators, pregnant families, pregnant patients, pregnant people, pregnant persons, service users
Sex	Gender, sex/gender
Women	Birth people, bodies with vaginas, cervix havers, menstruators, non-males, non-men, people, people with a cervix, people with vaginas, uterus havers, vulva owners

বিখ্যাত Harry Potter বইয়ের লেখিকা জে. কে. রোলিং, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের কারণে ভাষায় পরিবর্তন নিয়ে মতামত দেওয়ার পর থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'মাসিক' (menstruation) তো শুধু মেয়েদেরই হয়, তাহলে এখানে 'people' শব্দটি কেন ব্যবহার হচ্ছে?" এক টুইটে তিনি লিখেছিলেন: "'People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?" এই টুইটের পর থেকে গত দুই বছর ধরে রোলিংকে ট্রান্সফোবিক বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন: "If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased," অর্থাৎ, "যদি সেক্স (জন্মগত লিঙ্গ) সত্যিকারের কিছু না হয়, তাহলে নারীদের বাস্তবতা মুছে যায়, এবং 'নারী' বলে কিছুই আর থাকবে না।"

THE LANCET

"Historically, the anatomy and physiology of bodies with vaginas have been neglected."

CBE—Life Sciences Education, Vol. 19, No. 3 | General Essays and Articles |

Fourteen Recommendations to Create a More Inclusive Environment for LGBTQ+ Individuals in Academic Biology

Perspective *New England Journal of Medicine*

Failed Assignments — Rethinking Sex Designations on Birth Certificates

Articles

De-sexing the Medical Record? An Examination of Sex Versus Gender Identity in the General Medical Council's Trans Healthcare Ethical Advice

Sara Dahlen

ছবিতে- জার্নালে প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট

ছবিতে- বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট

আন্তর্জাতিক সেমিনার, মিটিং, এমনকি সরকারি নীতিতেও পরিবর্তন আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরগুলোতে জেন্ডার প্রোনাউন (gender pronouns) ব্যবহারে যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তাতে স্বাভাবিক আলোচনাও ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়বে। লিংকডইনে নতুন আইডেন্টিটি অপশন চালু করে 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' গড়ার ব্যানারে সবাইকে এটি ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু এই 'ইনক্লুসিভ সোসাইটি' নির্মাণের নামে সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ পরিচয়কে মুছে ফেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যারা যৌক্তিকভাবে ট্রান্সজেন্ডার রাজনীতির প্রতিবাদ করছেন, তাদেরকে ট্রান্সফোবিক বলে আখ্যা দিয়ে থামিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের চাকরির নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ছে। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করার মতো ঘটনাও ঘটছে।

জেন্ডার প্রোনাউন্স (সর্বনাম) ইস্যুতে চাকুরিচ্যুতি, জেল

ট্রান্সজেন্ডাররা নিজেদের সঠিক পরিচয় প্রতিষ্ঠায় জেন্ডার প্রোনাউন (he/she/they ইত্যাদি) ভুলভাবে ব্যবহার করাকে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অসম্মানজনক বলে মনে করেন। কারও পছন্দমতো প্রোনাউন ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করা, ভুল জেন্ডার ভাষা ব্যবহার করা বা 'ডেডনেম' (ট্রান্স হওয়ার আগের নাম) দিয়ে

সম্বোধন করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা, ওহাইও, ভার্জিনিয়া এবং ইংল্যান্ডের আয়ারল্যান্ড ও সুইডেনে জেন্ডার প্রোনাউন ব্যবহারের ভুলের কারণে ৫টি চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।

A teacher says he was fired for refusing to use male pronouns for a transgender student

Ohio teacher forced out for refusing to use students' pronouns, suit says

Maths teacher sacked after refusing to use trans pupil's preferred name and pronouns

Court backs teacher firing over transgender students' names

Dismissed Christian teacher who spent 100 days in jail after refusing to use gender-neutral pronouns in trans row is arrested after returning to Irish school

ছবিতে- বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশিত শিরোনামের স্ক্রিনশট

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী-কর্তৃক জন্মগত নারীদের স্থান দখল

নারী অধিকার নিয়ে সবসময় সোচ্চার থাকা পশ্চিমা বিশ্ব, ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নারীদের অধিকার হরণ করার নীতি বাস্তবায়ন করছে। অলিম্পিক কমিটি তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে ট্রান্সজেন্ডারদের অংশগ্রহণ সহজ করতে নারী ও পুরুষের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো পুরুষ নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী ঘোষণা করলেই নারীদের ইভেন্টে অংশ নিতে পারে; শুধু শরীরে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কমিয়ে আনলেই চলবে। তবে, হরমোনের মাত্রা কমালেও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য—যেমন ফুসফুসের আকার, পেশির শক্তি ও হাড়ের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয় না, যা একজন ট্রান্সজেন্ডার নারীকে প্রতিযোগিতায় প্রকৃত নারীদের তুলনায় শারীরিক সুবিধা দেয় [৮]।

নিউজিল্যান্ডের ট্রান্স নারী (জন্মগত পুরুষ), Laurel Hubbard ভার-

উত্তোলনে (ওয়েটলিফটিং) কলেজ পর্যায়ে পুরুষ হিসেবে রেকর্ডও করেছিল স্থানীয় প্রতিযোগিতায়; কিন্তু ২০১২-তে সে মেয়ে হিসেবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে কয়েকটি পদক জিতে নেয় মহিলা ইভেন্টে[৯]। ক্রিকেটার ম্যাক্সিন ব্লিথিন কেন্ট কাউন্টির টিমে প্রথম ট্রান্স মহিলা হিসেবে অংশ নেয়া তার ব্যাটিং গড় ছিল ১২৪ রান। কিন্তু পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে ব্যাটিং গড় ছিল মাত্র ১৫ রান! [১০] টোকিও অলিম্পিকে ট্রান্স মেয়ে Quinn (আদতে পুরুষ) সেরা খেলোয়াড় হিসেবে কানাডার মহিলা ফুটবল দলকে টুর্নামেন্টের গোল্ড মেডেল জিতিয়ে আনতে ভূমিকা রাখেন[৮]।

ট্রান্সজেন্ডার কয়েদী নিয়ে জেলখানা বিপাকে এবং স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ !

আমেরিকায় ডেমি মাইনর নামে একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগতভাবে পুরুষ) জেলখানায় তার সেলের দুজন প্রকৃত নারীকে গর্ভবতী করে ফেলে[১১]। অন্যদিকে ক্যারেন ওয়াইট নামে ৫২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে শিশুকামিতা, নারী ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এবং চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়[১২]। জেলে যাওয়ার আগে সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা করে। যেহেতু ট্রান্সজেন্ডার প্রমাণের জন্য কোনো মেডিকেল পরীক্ষা নেই, তাই তার ঘোষণাই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জেলে কিছুদিন পর দেখা যায়, ক্যারেন দুজন নারীকেও যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ করেছে।

স্কটল্যান্ডেও একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। ধর্ষণ মামলার আসামি আইলা ব্রাইসন জেলে যাওয়ার আগে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঘোষণা করে, এবং নিয়ম অনুযায়ী তাকে নারীদের জেলে রাখা হয়। পরে অভিযোগ ওঠে যে, সে তার সেলের নারী সঙ্গীকে ধর্ষণ করেছে। এই ঘটনা নিয়ে স্কটল্যান্ডের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, কারণ তখনকার প্রধানমন্ত্রী নিকোলা স্টারজেন ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আইন পরিবর্তনের জন্য কাজ করছিলেন, যাতে ১৬ বছরের যে-কেউ মৌখিক ঘোষণা দিয়েই ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। পরবর্তীতে, ২০২৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, এই ইস্যুতে সৃষ্ট বিতর্কের জেরে নিকোলা স্টারজেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন[১৩]।

বাথরুম নিয়ে মারাত্মক বিড়ম্বনা

ট্রান্সজেন্ডাররা পাবলিক প্লেসে কে কোন টয়লেট ব্যবহার করবে, তা নিয়ে তৈরী হয়েছে বিশাল বিতর্ক; যেমন- ৭০ বয়সী একজন পুরুষ যিনি ৩ সন্তানের পিতা বুড়ো বয়সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার নারী ঘোষণা দেন। তিনি নিজেকে নারী মনে করে জন্মগত নারীদের টয়লেট-লকার রুম ব্যবহার করেন, এতে প্রাইভেসি নিয়ে বিবৃতকর অবস্থায় পড়েছে প্রকৃত মেয়েরা[১৪]।

সুবিধা আদায়ে পুরুষ পুলিশদের ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় ধারণ!

এটি স্পেনের ঘটনা। পুরুষ পুলিশ সদস্যরা প্রতি বছর $২৫৫৪ ডলারের পোশাক ভাতা পান। অন্যদিকে, একজন জেন্ডার-নিউট্রাল বা নন-বাইনারি কর্মী স্বয়ংক্রিয়ভাবে নারীদের পোশাক ভাতা পান, যা পুরুষদের তুলনায় প্রায় $১১০০ বেশি। ২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরকে নারী বা পুরুষ বলে মনে না করে ভিন্ন কিছু মনে করেন। অতিরিক্ত ভাতা সুবিধা পেতে আরও ১১১ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরকে জেন্ডার-নিউট্রাল বা নন-বাইনারি হিসেবে ঘোষণা করেছেন[১৫]।

মেয়েদের জব ফেয়ারে ছেলেদের হানা!

আমেরিকার ফ্লোরিডায় (৩ অক্টোবর ২০২৩) নারীদের জন্য অনুষ্ঠিত জব ফেয়ারে (আইটি) ছেলেরা নিজেদের নন-বাইনারী (যারা নিজেদের প্রচলিত নারী বা পুরুষ মনে করে না) পরিচয় দিয়ে ইন্টারভিউ দিতে লাইনে দাঁড়ায়। পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় অবশেষে সেই জব ফেয়ার পন্ড হয়ে যায়! এটা নিয়ে Newsweek শিরোনাম করে—"Men Flood Women's Job Fair After 'Lying' About Being Nonbinary"[১৬]। মিডিয়া ব্যাপারটি এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেন বিষয়টি তাদের অজানা! এতদিন তারাই নন-বাইনারি ধারণা প্রচার করে এসেছে। এখানে শুধু মুখে ঘোষণা (self-identified) দিয়ে নারীকে ভিন্ন লিঙ্গের পরিচয় দিতে পারে, কোনো মেডিকেল পরীক্ষারও প্রয়োজন নেই।